কালেমা পড়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে কিতাল

শাইখ আবদুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন ফজল রহ:

কালেমা পড়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিতাল

শাইখ আবদুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন ফজল রহিমাহুল্লাহ

পরিবেশনায়ঃ

আল-বাইয়্যিনাহ মিডিয়া

কালেমা পড়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিতাল

الحمد لله رب العلمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

আজ কিতালের কথা বললেই প্রশ্ন উঠে, সমাজে সবাই তো কালেমা পড়া মুসলমান কার বিরুদ্ধে কিতাল করব? এ ধরনের সংশয়মূলক কথাবার্তা তুলে ধরে বুঝাতে চান যে, মুনাফিক-মুরতাদ এসব শুধু নাবী-রাসূল (আঃ) গণের যুগে ছিল, এযুগে সবাই কালেমায় বিশ্বাসী পাক্কা মুসলমান, তাই এদের বিরুদ্ধে কিতাল করা জায়েয হবে না। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, কাফেরদের মধ্য হতে ফাসেক, মুনাফিক ও মুরতাদ তৈরী হয় না; বরং কালিমা পড়া মুসলমানদের মধ্য হতেই এসব তৈরী হয়।

অতএব মুসলিম আকীদার মানদন্ডে প্রথমে মুমিন, ফাসিক, মুনাফিক ও মুরতাদ এদের সকলের সঠিক পরিচয় জানা দরকার। নিম্নে সংক্ষেপে এদের পরিচয় তুলে ধরা হলোঃ-
মুমিনঃ- যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উপর নাজিলকৃত সমুদয় অহী (অহীয়ে মাতলুঃ কুরআনের প্রত্যেক আয়াত এবং অহীয়ে গায়েব মাতলুঃ প্রমাণিত প্রত্যেক সহীহ হাদীস)-কে সত্য জেনে অন্তরে বিশ্বাস করে সেই অনুযায়ী সুন্নতী তারীকায় আমল করে, আর এসবের মৌখিক স্বীকারোক্তি দেয় এবং নিফাক ও ইরতিদাদে লিপ্ত থাকে না, তাকে মুমিন বলে।

ফাসিকঃ ঐ মুসলিমকে ফাসিক বলা হয়, যে কাবিরা গুনাহে লিপ্ত হয় অথবা শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করে এবং যতক্ষণ না সে অনুতপ্ত হয়ে অথবা তওবা করে ইসলামের বিধানের দিকে ফিরে আসে।

মুনাফিকঃ ঐ মুসলিম নামধারীকে মুনাফিক বলা হয়, যে প্রকাশ্যে ইসলামের কাজ করে কিন্তু গোপনে শরীয়তের আদেশ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং নিষেধ কাজের প্রসার ঘটায়। তাদেরকে সশস্ত্র জিহাদের প্রতি আহ্বান করলে টালবাহানা শুরু করে।

মুরতাদঃ যারা ঈমান আনার পর শরীয়ত বিধ্বংসী কাজগুলো প্রকাশ্যে করে বা ইসলামী বিধান ছাড়া অন্য বিধান প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে মুরতাদ বলা হয়। কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে জাহেলী মতবাদ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যারা মানুষকে আহ্বান জানায় তারাও মুরতাদ। এযুগে দেখা যাচ্ছে নামধারী অনেক মুসলিমই মুরতাদের দলভুক্ত, এদেরকে মুনাফিক আখ্যা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় না, কারণ বর্তমানের মুনাফিকরা শরীয়তের বিধ্বংসী কাজগুলি শুধু গোপনে করে না; বরং তা প্রকাশ্যে করে, অতএব শরীয়ত বিধ্বংসী কাজগুলি প্রকাশ্যে করার কারণে মুনাফিকের পর্যায় অতিক্রম করে তারা মুরতাদে পরিণত হয়েছে।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ

হুযায়ফা ইবনু্-ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্তমান যুগের মুনাফিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের মুনাফিকদের চাইতেও জঘন্য। কেননা, সে যুগে তারা (মুনাফিকী) করত গোপনে আর আজ করে প্রকাশ্যে।

(সহিহ বুখারী ইসঃ ফাউঃ হাঃ নং ৬৬২৮)

ঈমান আনার পরে যারা কুফরী করে তারা মুরতাদ। কোন কোন মুরতাদদেরকে তওবা করার সুযোগ দিতে হয়, আবার বিশেষ ক্ষেত্রে তাদেরকে তওবা করার সুযোগ না দিয়ে সরাসরি হত্যা করতে হয়। অতএব কালেমা পড়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত সবাই ঈমানের উপর দৃঢ় থাকে না। কেহ তার কর্মকান্ড দ্বারা মুশরিক হয়, কেউ মুনাফিক আবার কেউ মুরতাদ হয়। যারা আল্লাহদ্রোহী কাজকর্মের দরুন মুরতাদে পরিণত হওয়ার পরও নিজেদেরকে মুসলিম ধারণা করে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নেক আমল করতে থাকে এমতাবস্থায় তাদের আদায়কৃত এই সকল ইবাদত দুনিয়া ও আখিরাতে কোনই কাজে আসবে না; বরং তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যেখান থেকে তারা আর কোনদিনই পরিত্রাণ পাবে না।

সূরা আল বাকারা (البقرة), আয়াত: ২ঃ২১৭

وَمَنۡ يَّرۡتَدِدۡ مِنۡكُمۡ عَنۡ دِيۡنِهٖ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓـئِكَ حَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓـئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ

..তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।

এবার মুনাফিক সর্ম্পকে জানা যাক; দেখা যাচ্ছে মুসলিম সমাজে ঈমানদার ও মুনাফিক উভয়ই একই সাথে বসবাস করে। মুনাফিকরা ঈমানদারদের সাথে একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে, রমজান মাসে রোজা রাখে, এমনকি একই সাথে হজ্জও করে। এতে করে তাদের মাঝে কোন পার্থক্য করা যায় না। অতএব কে ঈমানদার এর কে মুনাফিক তা জানার জন্য আল্লাহ্ তাআলা যুগে যুগে সশস্ত্র জিহাদের অবতারণা করেন। এতে মু্মিনদের উপরে যে দুঃখ কষ্ট আপতিত হয়, তা আল্লাহতাআলার হুকুমেই হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতাআলা বলেনঃ
সূরা আল ইমরান (آل عمران), আয়াত: ৩ঃ১৬৬

وَمَاۤ اَصَابَكُمۡ يَوۡمَ الۡتَقَى الۡجَمۡعٰنِ فَبِاِذۡنِ اللّٰهِ وَلِيَعۡلَمَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَۙ

অর্থঃ আর যেদিন দু’ দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য যে, তাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায়।

সূরা আল ইমরান (آل عمران), আয়াত: ৩ঃ১৬৭

وَلِيَعۡلَمَ الَّذِيۡنَ نَافَقُوۡا

অর্থঃ এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল।..

দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে যখন সশস্ত্র জিহাদের জন্য আহ্বান করা হয়, তখনই বোঝা যায়, কে ঈমাদার আর কে মুনাফিক। যারা এ ডাকে সারা দিয়ে সশস্ত্র জিহাদে অংশ গ্রহণ করবে তারাই হল ঈমানদার। আর যারা টালবাহানা করবে এবং বিভিন্ন অজুহাতে দেখিয়ে সশস্ত্র জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তারাই মুনাফিক।

সূরা আল ইমরান (آل عمران), আয়াত: ৩ঃ১৬৭

وَقِيۡلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡا قَاتِلُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اَوِ ادۡفَعُوۡا‌ ؕ قَالُوۡا لَوۡ نَعۡلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعۡنٰكُمۡ‌ ؕ هُمۡ لِلۡكُفۡرِ يَوۡمَئِذٍ اَقۡرَبُ مِنۡهُمۡ لِلۡاِيۡمَانِ‌ ۚ يَقُوۡلُوۡنَ بِاَفۡوَاهِهِمۡ مَّا لَيۡسَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ‌ ؕ وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا يَكۡتُمُوۡنَ

অর্থঃ ..আর তাদেরকে বলা হল এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে বস্তুতঃআল্লাহ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে।

সূরা আত-তাওবাহ্ (التوبة), আয়াত: ৯ঃ৬৭

اَلۡمُنٰفِقُوۡنَ وَالۡمُنٰفِقٰتُ بَعۡضُهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡضٍ‌ ۘ يَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمُنۡكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمَعۡرُوۡفِ وَيَقۡبِضُوۡنَ اَيۡدِيَهُمۡ‌ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمۡ‌ ؕ اِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ

অর্থঃ মুনাফেক নর-নারী সবারই গতিবিধি একরকম; শিখায় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহকে ভুলে গেছে তার, কাজেই তিনিও তাদের ভূলে গেছেন নিঃসন্দেহে মুনাফেকরাই নাফরমান।

সূরা আত-তাওবাহ্ (التوبة), আয়াত: ৯ঃ৬৮

وَعَدَ اللّٰهُ الۡمُنٰفِقِيۡنَ وَالۡمُنٰفِقٰتِ وَالۡكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا‌ ؕ هِىَ حَسۡبُهُمۡ‌ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ‌ ۚ وَلَهُمۡ عَذَابٌ مُّقِيۡمٌ

অর্থঃ ওয়াদা করেছেন আল্লাহ, মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের-তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আযাব।

সূরা আল আহ্যাব (الْأحزاب), আয়াত: ৩৩ঃ৬০

لَئِنۡ لَّمۡ یَنۡتَهِ الۡمُنٰفِقُوۡنَ وَالَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ مَّرَضٌ وَّالۡمُرۡجِفُوۡنَ فِی الۡمَدِیۡنَۃِ لَنُغۡرِیَنَّکَ بِهِمۡ ثُمَّ لَا یُجَاوِرُوۡنَکَ فِیۡهَاۤ اِلَّا قَلِیۡلًا

অর্থঃ মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে।

সূরা আল আহ্যাব (الْأحزاب), আয়াত: ৩৩ঃ৬১

مَّلۡعُوۡنِیۡنَ ۚ اَیۡنَمَا ثُقِفُوۡۤا اُخِذُوۡا وَقُتِّلُوۡا تَقۡتِیۡلًا

অর্থঃ অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে।

" আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিবিধ দুষ্কর্ম উল্লেখ করার পর তা থেকে বিরত না হলে এই শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওরা যেখানেই থাকবে অভিসম্পাত ও লাঞ্ছনা ওদের সম্পদ হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে গ্রেফতার করে তাদেরকে হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ কাফেরদের শাস্তি নয়। উক্ত আয়াতে তাদেরকে সর্বাবস্তায় বন্দী ও হত্যার আদেশ শোনানো হয়েছে এই কারণে যে, ব্যাপারটি ছিল মুনাফিকদের। তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলত। কোন মুসলমান ইসলামের বিধানবলীর প্রকাশ্য বিরোধীতা করলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে মুরতাদ্ বলা হয়। এর সাথে কোন আপোষ নেই। তবে সে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সুস্পষ্ট উক্তি এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্ম পরম্পরা দ্বারা এটাই প্রমাণিত।" (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন– ১০৯৭ পৃঃ)

আর যারা লোকেদেরকে জাহেলী মতবাদের দিকে আহ্বান করে তারা "মুরতাদ" যদিও তারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে। রাসূল (সঃ) বলেনঃ
وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِمَا سَمَّاهُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ عَزَّ وَجَلّ

আর যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের ডাক ডাকে, সে আসলে জাহান্নামীদের দলভুক্ত। লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যদিও সে নামায পড়ে ও সিয়াম রাখে?' তিনি বললেন, যদিও সে নামায পড়ে ও সিয়াম রাখে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহর (নামে) ডাকে ডাকো, যিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন 'মুসলিম, মু' মিন' ।

(হাদিস সম্ভার হাদিস নং ১৮৪২)

নাস্তিক, মুরতাদ, মুশরিক, ধর্মহীন, সমাজবাদী, নিরশ্বরবাদী ও জাহেলী মতবাদের দিকে আহ্বানকারী সকল প্রকার কাফেররা এ সমাজে মুসলমান হিসাবে পরিচিত। সত্য বুঝানোর পরও আল্লাহর পথ থেকে তারা বিমুখ থাকে; বরং আল্লাহর সত্য দ্বীন ধ্বংস করে মুমিনদেরকেও তাদের অনুরুপ কাফের বানাতে চায়। তাদেরকে হত্যার ব্যাপারে আল-কুরআনে সরাসরি নির্দেশ এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

সূরা আন নিসা (النّساء), আয়াত: ৪ঃ৮৮

فَمَا لَكُمۡ فِى الۡمُنٰفِقِيۡنَ فِئَتَيۡنِ وَاللّٰهُ اَرۡكَسَهُمۡ بِمَا كَسَبُوۡا‌ ؕ اَتُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ تَهۡدُوۡا مَنۡ اَضَلَّ اللّٰهُ‌ ؕ وَمَنۡ يُّضۡلِلِ اللّٰهُ فَلَنۡ تَجِدَ لَهٗ سَبِيۡلًا

অর্থঃ অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু' দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তা' আলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারনে! তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না।

সূরা আন নিসা (النّساء), আয়াত: ৪ঃ৮৯

وَدُّوۡا لَوۡ تَكۡفُرُوۡنَ كَمَا كَفَرُوۡا فَتَكُوۡنُوۡنَ سَوَآءً‌ فَلَا تَتَّخِذُوۡا مِنۡهُمۡ اَوۡلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ‌ ؕ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَخُذُوۡهُمۡ وَاقۡتُلُوۡهُمۡ حَيۡثُ وَجَدْتُّمُوۡهُمۡ‌ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوۡا مِنۡهُمۡ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيۡرًا

অর্থঃ তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না।

কেউ কালেমা পড়ে থাকলে বা উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলিম দাবী করলেই যে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা যাবে না এ কথার কোন দলীল নেই। এ সর্ম্পকে রাসূল (সাঃ) বলেন, যারা কালেমা পড়ার পর ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করে বা এমন কোন কাজ করে ইসলামে যার শাস্তি মৃত্যু ঘষনা করা হয়েছে, তবে তাকে হত্যা করা হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষন না তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" তারা এ কালেমা পাঠ করলে তাদের জীবন ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ থাকবে। তবে এ কালেমার হকের (ইসলামের দন্ডবিধির) কথা ভিন্ন। তাদের চূড়ান্ত হিসাব মহান আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

(সুনান আবু দাউদ তাহাঃ আলঃ হাঃ নং ২৬৪০)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাজ-রোজা ঠিক মত পড়ার পরও ইসলামে হক নষ্ট করার অপরাধে কালেমা পড়া ঐ মুসলমানকে হত্যা করতে হবে। কুরআন ও হাদীসে সঠিক জ্ঞান না থাকার ফলে আমরা সমাজের মুরতাদদেরকেও কালেমা পড়া মুসলমান মনে করি, যা ইসলামী আকীদার মানদন্ডে মোটেও ঠিক নয়।

এ প্রসঙ্গে সৌদি আরবের প্রখ্যাত মুফতী বিশ্বের অন্যতম ফকীহ শায়িখ আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) তাঁর "আল-আকীদাতুস সহীহা" নামক পুস্তিকায় লিখেছেন, একজন মুসলমান তার ইসলাম বিনষ্টকারী কাজের দ্বারা মুরতাদ হতে পারে, যার ফলে তার রক্ত ও সম্পদ অপর মুসলমানের জন্য হালাল হয়ে যায় এবং ইসলাম হতে পুরোপুরি খারিজ হয়ে যায়। এরুপ কাজ অনেক প্রকারের হয়ে থাকে, তন্মধ্যে যে মনে করে-
১। মানব রচিত আইন ও বিধি বিধান ইসলামী আইনের চেয়ে ভাল।
২। ইসলামী আইন এ বিংশ শতাব্দীতে বাস্তবায়ন করার উপযোগী নয়।
৩। ইসলামী বিধান মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারন।
৪। ইসলামী বিধান শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে সর্ম্পক গড়ার কাজে সীমাবদ্ধ। জীবনে বাকী কর্মকান্ডে (সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি , রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদিতে) এর অনুপ্রবেশ ঠিক নয়।
৫। যাদের ধারণা ঐ যে, চোরের হাত কাটা ও যিনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা, এই দুটি ইসলামী আইন বর্তমান যুগে চলতে পারে না, এরা সবাই ইসলাম হতে বহিস্কৃত।

অনুরুপ ভাবে যদি কেউ মনে করে যে, মানব রচিত আইন আল্লাহ প্রদত্ত আইনের চেয়ে উত্তম নয় বটে কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপটে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা ব্যাবসা-বানিজ্য, অর্থনীতি, বিচার ব্যাবস্থা ও রাষ্ট্র চালানো যেতে পারে, তবে সে আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা হালাল করল । যেমন যিনা, মদপান, সুদ ও ইসলামী বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা

রাষ্ট্র পরিচালনাকে হালাল করল বিধায় এরুপ ব্যক্তি কাফের এবং ইসলাম হতে বহিস্কৃত। এ ব্যাপারে মুসলমানগণের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ